আ’লীগ ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য আওয়ামী লীগ ভারতে বসে ষড়যন্ত্র করছে যাচ্ছে বলে বলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, দুর্গোৎসব চলাকালে যে কেউ যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করে, তাদেরকে কঠোর ভাবে জবাব দিতে হবে। বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের বলব, আপনারা আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকুন। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

বুধবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের প্রস্তুতি মূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, বিগত ১৬ বছর স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ভারতের আর্শিবাদ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে বসেছিল। ভারতের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগ দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছিল। বিগত সময়ে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ওপরে হামলা, তাদের জমিজমা দখল করেছে আওয়ামী লীগ। মন্দিরে হামলার মতো ঘটনা আওয়ামী লীগের আমলেই বেশি হয়েছে। অথচ, তারা এখন আবার ভারতে বসে দেশের নির্বাচিত সরকার, বিএনপির সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

রাশেদ খান বলেন, দেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সহ সকল ধর্মের মানুষ, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শান্তিতে মিলেমিশে বসবাস করছে। এই সম্প্রীতি বজায় রাখতে আসন্ন দুর্গা পূজার সময় বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে।
জামায়াতে ইসলামীর সমালোচনা করে রাশেদ খাঁন বলেন, ঢাকা শহরের জন্য ব্যাটারিচালিত অটোরিক্সা একটি বিড়ম্বনা। অটোরিক্সার জন্য যানজটের কারণে ঢাকা এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। সরকার অটোরিক্সা চলাচলে নীতিমালা করতে যাচ্ছে। ফুটপাত দখলমুক্ত করতে সরকার আন্তরিক ভাবে কাজ করছে। কিন্তু জামায়াতের সেক্রেটারি

জেনারেল এটা নিয়ে রাজনীতি শুরু করেছেন। জামায়াত অটোরিক্সা চালকদের নেপথ্যে থেকে তাদের আন্দোলনে ইন্ধন যোগাচ্ছে।
এর আগে ঝিনাইদহ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে শারদীয় দুর্গা পূজা নির্বিঘ্নে উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন রাশেদ খান। সভায় জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিষ বিন হাছান, জেলা পরিষদ প্রশাসক আব্দুল মজিদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, সহ সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু মুক্ত, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস।

দর্শনায় প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার বিজয়া দশমী বৃহস্পতিবার কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো পাঁচ দিনব্যাপী এই শারদীয় উৎসব।

সকালে ৬টি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিহিত পূজা। এরপর হয়েছে দর্পণ ও বিসর্জন। বিজয়া দশমীতে স্থানীয় আয়োজন ও সুবিধামতো সময়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিমা বিসর্জন দেয় ভক্তরা। হিন্দুশাস্ত্র মতে, এদিন দেবী দুর্গা মর্ত্য ছেড়ে কৈলাসে ফিরে যাবেন দোলায় চড়ে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানুষের মনের অসুরিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দেওয়াই বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য। এসব প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

দুর্গার বিদায়ের আগে মন্ডপে মন্ডপে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠে পুরুষ-নারীরা। দেবীর চরণের সিঁদুর নিয়ে নিজেদের রাঙিয়ে তুলছিলেন তারা। শাস্ত্রমতে, স্বামীর মঙ্গল কামনায় দশমীর দিন নারীরা দেবী দুর্গার সিঁথিতে দেওয়া সিঁদুর নিজের সিঁথিতে লাগিয়ে আশীর্বাদ নেন। পান ও মিষ্টি নিয়ে দুর্গা মাকে সিঁদুর ছোঁয়ানোর পর একে অপরকে সিঁদুর লাগিয়ে দেন তারা। সিঁদুর খেলা শেষে শেষবারের মতো দেবীর আরাধনা করেন তারা।

দর্শনা মাথাভাঙ্গা নদীতে ৬ টি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ করে বিজয়া দশমী। দশর্না হরিজন পূজা মন্ডপ, পুরাতন বাজার পূজা মন্ডপ, কেরুজ পূজা মন্ডম, রামনগর দাসপাড়া ও আদিবাসী পাড়া এবং পারককৃষ্নপুর পূজা মন্ডপ জাঁকজমক পূর্নভাবে মাথাভাঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেয়।

সময় ভক্তরা ঢোলের তালে তালে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় দূর্গা উৎসব।

দামুড়হুদায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন ও প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে সবগুলো প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দুর্গা পূজার শেষের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এ বছর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা মিলিয়ে মোট ২১টি পূজা মন্ডপে এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পূজার শুরু থেকেই প্রতিটি মন্ডপকে সাজানো হয়েছিল বর্ণিল আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল ও ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি মন্ডপে ভক্তরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত

ঘটে। সেই লক্ষ্যে আজ শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের মানুষগুলো তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। কোনো আপত্তিকর ঘটনা ছাড়াই দামুড়হুদায় খুব সুন্দর ভাবে ১৩ টি প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন।

ঝিনাইদহে ৪৫১টি মন্ডপে চলছে শারদীয় দূর্গোৎসব

সনাতনি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দূর্গাপূজা। ইতিমধ্যে প্রতিমা তৈরীর কাজ শেষে গতকাল রবিবারে ষষ্ঠি বোধনের মধ্য দিয়ে পূজা আর্চনার কাজ শুরু হয়েছে এবং বৃহস্পতিবার মহা বিজয়া দশমীর মধ্যদিয়ে উৎসব শেষ হবে।

ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলায় এবার ৪৫১টি মন্ডপের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায় শারদীয় দূর্গোৎসব পালন করছে। পূজা উপলক্ষ্যে জেলা পুলিশ ও জেলা আনসার কমান্ড্যান্ট এর পক্ষ থেকে ব্যপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের তথ্য নিয়ে জানা গেছে, এ বছর ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় ১০৪টি, শৈলকুপায় ১২১টি, কালীগঞ্জে ৯৭টি, কোটচাঁদপুরে ৫১টি, মহেশপুরে ৪৬টি এবং হরিণাকুন্ডুতে ৩২টি মন্ডপে পূজার আয়োজন করা হয়েছে। তবে এবারও স্বাস্থ্যবিধি মেনে শৃংখলার সাথে এ অনুষ্ঠান পালন করতে বলা হয়েছে।

জেলা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এবার পূজা মন্ডপে নারী-পুরুষ আলাদা প্রবেশদ্বার, মাদকমুক্ত পরিবেশ, মসজিদের পাশে মন্ডপ হলে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে আজান ও নামাজের সময় গান-বাজনা বন্ধ রাখতে হবে এবং পূজা মন্ডপ কেন্দ্রিক কোন মেলার মাঠ বসবে না। এবছর মন্ডপগুলোতে স্থায়ী নিরাপত্তার জন্য পূজা উদযাপন কমিটি কর্তৃক গঠিত স্বেচ্ছাসেবক দল থাকবে। অন্যবারের মত আনসার সদস্যরা সার্বক্ষণিক মন্ডপে থেকে দায়িত্বপালন করবে। তবে পুলিশ গাড়িতে করে প্রতি নিয়ত টহল দিবে মন্ডপে।

ঝিনাইদহ জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের উপপরিচালক (জেলা কমান্ড্যান্ট) মোঃ মিজানুর রহমান জানান, এবার আনসার সদস্যরা টহল টিম হিসাবে (স্বসস্ত্র) কাজ করবে। আমরা দুইটা ভাগে টহল টিমকে ভাগ করেছি। একটি সাধারণ টহল টিম ও অন্যটি কুইক রেসপন্স টিম। এবছর পুজার নিরাপত্তার জন্য জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১হাজার ২০০ পুলিশ সদস্য, ২ হাজার ৭৯২জন আনসার সদস্য কাজ করছেন। পুলিশও এবার টহল ভিত্তিক কাজ করবে। তবে এবার পূজা উযদাপনে সরকারি বাড়তি নীতি আরোপের কারণে বিগত বছরের তুলনায় বেশি সতর্ক অবস্থানে থাকবে পুলিশ এমনটিই জানানো হয়েছে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে।

পুলিশ সুপার মনজুর মোর্শেদ জানিয়েছেন মন্ডপ ভিত্তিক পরিদর্শন করবে পুলিশের কর্মকর্তারা। তাদের গঠিত স্বেচ্ছাসেবকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং মন্ডপের নিরাপত্তায় সুরক্ষায় ডাইরেক্টরি এ্যাপস চালু করা হয়েছে। পুজি উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা অবনতির কোন সুযোগ নেই।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এবার মন্ডপে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়া মন্ডপে ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে, বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মন্ডপের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দেখভাল করছেন। আশাকরি পুজা সুষ্ঠু এবং উৎসবমূখর পরিবেশে সমাপ্ত হবে।

শুরু হলো শারদীয় দুর্গোৎসব আজ ষষ্ঠী

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান শারদীয় দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিকতা আজ রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে। গতকাল শনিবার মণ্ডপে-মন্দিরে পঞ্চমীতে সায়ংকালে তথা সন্ধ্যায় বোধনের মাধ্যমেই দক্ষিণায়নের নিদ্রিত দেবী দুর্গার নিদ্রা ভাঙার জন্য বন্দনাপূজা করা হয়। আজ রবিবার মহাষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হবে। ভক্তের ভক্তি, নিষ্ঠা ও পূজার

র্যাবের পাশাপাশি প্রতিটি মণ্ডপে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী দায়িত্ব পালন করবে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন সেনাপ্রধান। ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গনে মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখা যায়, রাজধানীর মন্দিরে মন্দিরে এখন চলছে দেবী প্রতিমার রং করার কাজ। কাদামাটির প্রলেপের ওপর রংতুলির আঁচড়ে দশভুজা দেবী ষষ্ঠীর দিন পাবেন জীবন্ত রূপ। দেবী সেজে উঠবেন অপরূপ সাজে। শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মঙ্গলসংগীতে দেবী দুর্গাকে বরণ করে নেবে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্তরা। শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে রাজধানীর পূজামণ্ডপগুলো সাজাতে চলছে তোড়জোড়। রং-বেরঙের ফেস্টুন, ব্যানার আর বর্ণিল তোরণ নির্মাণে পূজা কমিটির সদস্যদের ব্যস্ততারও কমতি নেই। আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নানা আয়োজন সম্পন্নের কাজ চলছে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার ওপরই তৈরি করা হচ্ছে মণ্ডপ।

আগামীকাল সোমবার মহাসপ্তমী, মঙ্গলবার মহাষ্টমী, বুধবার মহানবমী ও বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী পূজা। দশমীর দিনে বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে গ্রাম পুলিশদের নির্দেশনা প্রদান

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গা উৎসব ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাম পুলিশদের বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার হল রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে গ্রাম পুলিশদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন।

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা

দামুড়হুদায় শারদীয় দূর্গা পূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্ততিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকাল ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এই প্রস্ততিমূলক অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মেহেদী হাসান, দর্শনা থানার পুলিশ পরিদর্শক অপারেশন (তদন্ত) অনুপ দাস, আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলী ইউপি (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রতিনিধি বাসুদেব হালদার, সঞ্জয় হালদার, শোভন দাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ উপজেলার ২১ টি পূজা মন্ডপের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ।

এবার উপজেলায় ২২ টি পূজা মন্ডপের মধ্যে ২১ টি মন্ডপে পূজা উদযাপন হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উক্ত মত বিনিময় সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা কমিটির সভাপতি শ্রী আনন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি জগবন্ধু ধর, শ্রী শান্তিপদ বিশ্বাস, সঞ্জয় হালদার শোভন দাস,নারায়ন চন্দ্র পাল,বিকাশ কুমার বিশ্বাস,মত বিনিময় সভায় দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।